গল্পগুচ্ছ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,(অতিথি, স্ত্রীরপত্র, গুপ্তধন, চোরাই ধন)

অতিসংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. 'অতিথি' গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

- 'অতিথি' গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. 'অতিথি' গল্পের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত?

- 'অতিথি' গল্পে মোট ৬ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

৩. মতিলালবাবু কোথাকার জমিদার ছিলেন?

- মতিলালবাবু কাঁঠালিয়ার জমিদার ছিলেন।

৪. "বাবু তোমরা যাচ্ছ কোথায়?" প্রশ্ন কর্তার নাম কি? 'বাবু' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- এখানে প্রশ্নকর্তা হলেন 'অতিথি' গল্পের কিশোর নায়ক তারাপদ। প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যে 'বাবু' বলতে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল কে বোঝানো হয়েছে।

৫. "গৌরবর্ণ ছেলেটা বড় সুন্দর দেখিতে" প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি কোন গল্পের অন্তর্গত? ছেলেটির বয়স কত?

- প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি 'অতিথি' গল্পের কিশোর নায়ক তারাপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারাপদ-র বয়স পনেরো-ষোলো বছর।

৬. মতিলালবাবুর স্ত্রী ও কন্যার নাম কি ছিল? কন্যার বয়স কত ছিল?

- মতিলালবাবুর স্ত্রী হলেন অন্নপূর্ণা এবং কন্যা হলেন চারুশশি। চারুশশি ছিলেন নবম বর্ষের কন্যা।

৭. তারাপদ 'যাত্রা দল' ত্যাগ করে কোন দলে যোগ দিয়েছিল?

- তারাপদ' যাত্রা দল' ত্যাগ করে 'পাঁচালি দলে' যোগ দিয়েছিল।

৮. তারাপদ শেষবারের মতো যে দলে যোগ দিয়েছিল

- তারাপদ শেষবারের মতো জিমন্যাস্টিকের দলে যোগদান করেছিল।

৯. তারাপদ কোন সুরে বাঁশি বাজাতো?

- তারাপদ লক্ষ্মৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাতো।

১০. "এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল" তাহার বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে? কি কাজ সে করত,?

- 'অতিথি' গল্পের কিশোর নায়ক তারাপদ-র কথা এখানে বলা হয়েছে। সে জিমন্যাস্টিকের দলে বাঁশি বাজাতো। বাঁশি বাজানো ছিল তার একমাত্র কাজ। সে লক্ষ্মৌ ঠুংরির সুরে দ্রুত তালে বাঁশি বাজাতো।

১১. "এই ছেলেটিকে যদি কোন মতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়"- বক্তা কে? 'ছেলেটিকে' বলতে এখানে কাকে বোজানো হয়েছে?

- বক্তা হলেন 'অতিথি' গল্পে বর্ণিত কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু। এখানে 'ছেলেটিকে' বলতে গল্পের কিশোর নায়ক তারাপদ-র কথা বলা হয়েছে।

১২. "এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা"- প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি কোন্ গল্পের অন্তর্গত? মেয়েটির পরিচয় দাও।

- প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি 'অতিথি' গল্পের অন্তর্গত। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালা বাবুর নবম বর্ষীয়া কন্যা চারুশশির কথা এখানে বলা হয়েছে।

১৩. সেনামণি কে ছিলেন? কত বছর বয়সে সে বিধবা হয়েছিল?

- 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়ার বামুনঠাকুরুনের মেয়ে হলেন সেনামণি। সে পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল।

১৪. কাঁঠালিয়ায় তথা জমিদার মতিলাল বাবুর বাড়িতে তারাপদ কতদিন বসবাস করেছিল?

- কাঁঠালিয়ার জমিদার তথা মতিলাল বাবুর বাড়িতে তারাপদ মোট দু'বছর বসবাস করেছিল।

১৫. তারাপদ-র সঙ্গে চারুশশির বিবাহ কোন্ মাসে স্থির হয়েছিল?

- তারাপদ-র সঙ্গে চারুশশির বিবাহ শ্রাবণ মাসে স্থির হয়েছিল।

১৬. 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়া তথা মতিলাল বাবুর আশ্রয় থেকে তারাপদ-র শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

- 'অতিথি' গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই তারাপদ-র শেষ পর্যন্ত কুড়ুলকাটার নাগবাবুদের এলাকায় রথযাত্রার মেলায় চলে যাওয়ার ইঙ্গিত।

১৭. তারাপদ মতিলালবাবুর নৌকায় করে কথায় যেতে চেয়েছিল?

- তারাপদ মতিলালবাবুর নৌকায় করে নন্দীগাঁয়ে যেতে চেয়েছিল।

স্ত্রীরপত্র :-

১. 'স্ত্রীরপত্র' গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ?

- 'স্ত্রীরপত্র' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায়, ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত ?

- 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে কোনো পরিচ্ছেদ নেই। মূলত সমগ্র গল্পটিই মৃণালের একটি চিঠি।

৩. 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণাল তার চিঠি শুরু করেছিল যে সম্মোধন দিয়ে?

- 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণাল তার চিঠি শুরু করেছিল 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্মোধন দিয়ে।

৪. মৃণাল চিঠির সমাপ্তি তে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কী লিখেছিলেন?

- মৃণাল চিঠির নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন-"তোমাদের চরনতলাশ্রয়ছিন্ন- মৃণাল" বলে।

৫. "তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন" বক্তা কে? কোন গল্পের অন্তর্গত?

- বক্তা হলেন 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল।

৬. মৃণাল কোথায় তীর্থ করতে গিয়েছিল?

- মৃণাল শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়েছিল।

৬. "মৃণাল মেয়ে কিনা তাই বাঁচল, ব্যাটা ছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত"- ছোটবেলায় মৃণালের কি অসুখ হয়েছিল? যা থেকে মৃণাল রক্ষা পেয়েছিল?

- ছোটবেলায় মৃণালের সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল।

৭. "সে কথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল"- 'সে কথা' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

- বিয়ের পর যখন মৃণাল শ্বশুরবাড়ি আসেন, তখন শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশীরা মৃণালকে দেখতে এসে বলেছিল মৃণাল খুব সুন্দরী দেখতে। এই কথা শুনে বাড়ির বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়েছিল।

৮. "আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন" -বক্তা কে? তার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার কারণ কি ছিল?

- বক্তা হলেন 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল। মৃণাল গরু খুব ভালোবাসতো এবং পছন্দ করত। তাই তার গোত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা শুরু হয়।

৯. "মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না" কোন গল্পের অন্তর্গত? বক্তা কে?

- 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের অন্তর্গত। বক্তা হলেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়িকা মৃণাল।

১০. "বিশ্ব সংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চলত" কোন গল্পের অন্তর্গত? এখানে 'সে' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?

- প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের অন্তর্গত। এখানে 'সে' বলতে বিন্দুর কথা বলা হয়েছে। বিন্দু হলেন মৃণালের বড় জায়ের বোন।

১১. "শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে" প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

- 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে বিন্দুর বিয়ে প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে। বিন্দুর বিয়ে দেওয়ার সময় বিন্দুর দিদি গোপনে কান্না করেছে, বোনের জন্য তার মন খারাপ হয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই কেননা বিন্দু বিধবা হওয়ার পর, পরের ঘরে আশ্রিতা ছিল।

১২. "এমন ফাঁকির বিয়ে, বিয়েই নয়" বক্তা কে? কার বিয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে?

- বক্তা হলেন 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল। এখানে বিন্দুর বিয়ের কথা বলা হয়েছে।

১৩. "তা পাগল হোক, ছাগল হোক স্বামী তো বটে!" বক্তা কে? কার স্বামীর কথা বলা হয়েছে?

- বক্তা হলেন স্ত্রীর পত্র গল্পের নায়িকা মৃণালের বড় জা। 'স্বামী' বলতে এখানে বিন্দুর স্বামীর কথা বলা হয়েছে, বিন্দুর স্বামী ছিলেন পাগল।

১৪. শরৎ কে ছিলেন? সে কি করত?

- শরৎ হলেন 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃণালের ছোট ভাই। সে কলেজে পড়তো।

১৫. "মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে" কার মরার কথা এখানে বলা হয়েছে? সে কিভাবে মারা গিয়েছিল?

- ‘স্ত্রীরপত্র’ গল্পে বিন্দুর মরার কথা এখানে বলা হয়েছে। সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মারা যায়।

১৬. মৃণালেরর শ্বশুর বাড়ি কোথায় ছিল?

- মৃণালেরর শ্বশুর বাড়ি ছিল সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে।

গুপ্তধন :-

১. ‘গুপ্তধন’ গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ?

- ‘গুপ্তধন’ গল্পটি ‘বঙ্গভাষা’ পত্রিকায়, ১৩১১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. ‘গুপ্তধন’ গল্পের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত ?

- ‘গুপ্তধন’ গল্পে মোট ৮ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

৩. ‘গুপ্তধন’ গল্পটি কোন সময় শুরু হয়েছে?

- ‘গুপ্তধন’ গল্পটি যখন শুরু হয়েছে তখন অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।

৪. মৃত্যুঞ্জয়দের গৃহ দেবতার নাম কি ছিল?

- মৃত্যুঞ্জয়দের গৃহ দেবতার নাম ছিল জয়কালী।

৫. “বাবা ছোট হইয়া সুখে থাকো, বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখিনা”- কে কাকে একথা বলেছেন?

- ‘গুপ্তধন’ গল্পে এক সন্ন্যাসী হরিহর কে এ কথা বলেছিলেন।

৬. “এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল”- শ্যামাপদ কে ছিলেন? এখানে কোন কাগজের কথা বলা হয়েছে?

- শ্যামাপদ হলেন হরিহরের বড়ো পুত্র অথা মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা। হরিহর সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যে কাগজ পেয়েছিল তাতে গুপ্তধনের সংকেত ছিল; এখানে সেই কাগজের কথা বলা হয়েছে।

৭. “কোমতেই এই কটা’ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না” ‘সে’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে? কোন্ ছত্রের কথা এখানে বলা হয়েছে?

- মৃত্যুঞ্জয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। সে মন থেকে যে ছাত্র দূর করতে পারেনি তা হল-

  “পায়ে ধরে সাধা।
  রা নাহি দেয় রাধা।।
  শেষে দিল রা,
  পাগোল ছাড়ো পা।।”

৮. “আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোন মতেই ভুল হইবে না।” বক্তা কে? কততম রাত্রে সে পথ খুঁজে পেয়েছিল?

- বক্তা হলেন হরিহরের ছোট ভাই তথা সন্ন্যাসী, শংকর। তিনি পঞ্চম রাত্রে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

চোরাই ধন :-

১. 'চোরাই ধন' গল্পটি কোন্ পত্রিকায় কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ?

- 'চোরাই ধন' গল্পটি 'ছোটগল্প' পত্রিকায়, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ কার্তিক প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. 'চোরাই ধন' গল্পের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত ?

- 'চোরাই ধন' গল্পে মোট ৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

৩. অরুণা কে ছিলেন? তার বয়স কত?

- অরুণা ছিলেন গল্পকথক ও সুনেত্রার কন্যা। তার বয়স ছিল সতেরো বছর।

৪. সুনেত্রা কোথাকার শাড়ি পছন্দ করত?

- সুনেত্রা শান্তিপুরের কাল পাড়ওয়ালা শাড়ি পছন্দ করত।

৫. সুনেত্রার বাবা ও মা'র কি নাম ছিল?

- সুনেত্রার বাবা ছিলেন অজিত কুমার ভট্টাচার্য এবং মা হলেন বিভাবতী ভট্টাচার্য।

৬. "কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার মন ছিল সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ" কার কথা এখানে বলা হয়েছে?

- বিভাবতী ভট্টাচার্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৭. "মা তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা'- 'মা' ও 'ছেলের' পরিচয় দাও।

- 'চোরাই ধন' গল্পের গল্পকথক এই কথা বলেছেন সুনেত্রার মা তথা বিভাবতীকে। এখানে 'মা' হলেন বিভাবতী ও 'ছেলে' হলেন গল্পকথক নিজে।

৮. 'চোরাই ধন' গল্পে কোন নদীর উল্লেখ রয়েছে?

- 'চোরাই ধন' গল্পে মেঘনা নদীর উল্লেখ আছে।

.....